গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ফ্যাক্স :+৮৮-০২-৫৫০১৩৫১৮, ওয়েবসাইট :www.berc.org.bd

নম্বর: ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.২৫.১৮৮২

তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২৫

বিষয়: **প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার আদেশ, ২০২৫।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার আদেশ, ২০২৫ এবং এসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রয়োজনীয় প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১। প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ আদেশ, ২০২৫ (৪৫ পৃষ্ঠা)।

২। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি (০২ পৃষ্ঠা)।

১৩-০৪-২০২৫

মো: আবুল কালাম আজাদ
সচিব (অতি: দায়িত্ব), বিইআরসি।
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০৭

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), ৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১০৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, চাঁপাপুর, কুমিল্লা। [ঢাকা লিয়াঁজো অফিস: পেট্রোসেন্টার, (১১ তলা), ৩, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫]।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট-৩১০০ [ঢাকা লিয়াঁজো অফিস: পেট্রোসেন্টার, (১৪ তলা), ৩, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫]।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, নলকা, সিরাজগঞ্জ। [ঢাকা লিয়াঁজো অফিস: পেট্রোসেন্টার ভবন (১৩ তলা), ০৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫]।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১৩৭/এ, সিডিএ এভিনিউ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। [ঢাকা লিয়াজো অফিস: পেট্রোসেন্টার (৮ম তলা), ৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫]।
৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, ২১৮ এম এ বারী সড়ক, খুলনা। [ঢাকা লিয়াঁজো অফিস: পেট্রোসেন্টার (১৪ তলা), ০৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫]।

নম্বর: ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.২৫.১৮৮২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
৩। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিইআরসি, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সদস্য (সকল) এর ব্যক্তিগত সহকারী, বিইআরসি, ঢাকা (সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

মো: আবুল কালাম আজাদ
সচিব (অতি: দায়িত্ব), বিইআরসি।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ আদেশ, ২০২৫।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৫/০৬

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	পটভূমি	১
২	প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ	২
৩	প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি	৫
৪	কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন	৫
৫	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সী ও আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি	৭
৬	লাইসেন্সী এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত	১১
৭	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৪
৮	রাজস্ব চাহিদা	২৬
৯	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ আদেশ	২৭
১০	নির্দেশনাবলী	২৮

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ আদেশ, ২০২৫।

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২৫/০৬

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুযায়ী বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক প্রাপ্ত সকল তথ্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ৩০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে এ আদেশ প্রদান করা হলো।

১.০ পটভূমি:

১.১ বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) আইনের মাধ্যমে গঠিত সরকারি একটি কর্পোরেশন এবং কমিশনের লাইসেন্সী। পেট্রোবাংলা তার অধীনস্থ জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ যথা:- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড (এসজিএফএল) এবং প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (আইওসি) শেভরন ও ক্রিস এনার্জি এর মাধ্যমে দেশিয় গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা এবং গ্যাস ক্রয় করে। এছাড়া পেট্রোবাংলা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় এবং স্পট মার্কেট থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করে থাকে। পেট্রোবাংলা গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানী গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর মাধ্যমে দেশিয় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ অর্থাৎ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (তিতাস গ্যাস), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বাখরাবাদ গ্যাস), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জালালাবাদ গ্যাস), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (সুন্দরবন গ্যাস) এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে।

১.২ বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কমিশনে প্রস্তাব দাখিল করে। উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ ও ৫ এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে কমিশন কর্তৃক পেট্রোবাংলা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

১.৩ এরই ধারাবাহিকতায় প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (তিতাস গ্যাস) ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এবং জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জালালাবাদ গ্যাস) ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কমিশনে প্রাথমিক/অসম্পূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করে। পরবর্তীতে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (তিতাস গ্যাস) ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বাখরাবাদ গ্যাস) ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জালালাবাদ গ্যাস) ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (সুন্দরবন গ্যাস) ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব কমিশনে দাখিল করে।

২.০ প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপ:

২.১ বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ:

২.১.১ পেট্রোবাংলা এর প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশিয় গ্যাসের উৎপাদন সময়ের সাথে হ্রাস পাওয়ায় এবং গ্যাসের চাহিদা পূরণে এলএনজি আমদানি সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় মোট ৬০টি এবং স্পট মার্কেট থেকে ৪১টি সহ মোট ১০১টি কার্গো এলএনজি আমদানি করা হলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাক্কলিত আর্থিক ঘাটতি হবে প্রায় ১৬,১৬২.৭১ কোটি টাকা। উক্ত ঘাটতি হ্রাসকল্পে প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রস্তাবে পেট্রোবাংলা (ক) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে সম্ভাব্য নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির ব্যয় ৭৫.৭২ টাকা/ঘনমিটার হারে, (খ) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রতিশ্রুত (প্রাথমিক সম্মতিপ্রাপ্ত/চাহিদাপত্র ইস্যুকৃত) নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত লোডের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত

বিদ্যমান শিল্প/ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির মূল্যে এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির ব্যয়ে ৭৫.৭২ টাকা/ঘনমিটার হারে এবং (গ) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির ব্যয়ের ভিত্তিতে ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। উক্ত প্রস্তাবে এলএনজি'র সরবরাহ ব্যয় ৭৫.৭২ টাকা/ঘনমিটার নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা নেয়া হয়েছে:

(ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে এলএনজি আমদানির পরিমাণ গড়ে ৬৬৩ এমএমসিএফডি (Million Cubic Feet per Day);

(খ) প্রতি ঘনমিটার এলএনজির আমদানি মূল্য ৬৩.৫৮ টাকা [এলএনজি'র আমদানি মূল্য, এলএনজি'র আমদানি পর্যায়ে ১৫% হারে মূসক, ২% হারে অগ্রিম আয়কর, রি-গ্যাসিফিকেশন চার্জ, এলএনজি অপারেশনাল ব্যয় এবং এলএনজি চার্জের ওপর ৫% উৎসে করসহ];

(চ) আরপিজিসিএল এর এলএনজি'র অপারেশনাল চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.১০৪৩ টাকা (আমদানিকৃত এলএনজি'র বিপরীতে প্রাপ্য);

(ঘ) পেট্রোবাংলা চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.০৬৮৩ টাকা (সমুদয় গ্যাসের বিপরীতে প্রাপ্য);

(ঙ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল প্রতি ঘনমিটার ০.৩৯৩৭ টাকা;

(চ) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল প্রতি ঘনমিটার ০.৪১০৮ টাকা;

(ছ) বিইআরসি গবেষণা তহবিল প্রতি ঘনমিটার ০.০৩ টাকা।

(জ) গড় বিতরণ চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৩৮৭ টাকা;

(ঝ) সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ১.০২ টাকা; এবং

(ঞ) ভোক্তাপর্যায়ে মূসক ১৫%।

২.১.২ পেট্রোবাংলা এর প্রস্তাব অনুযায়ী মূল্যহার নির্ধারণ করা হলে প্রাপ্তব্য বর্ধিত এলএনজি চার্জের পরিমাণ নিম্নরূপ:

	নীতি	গ্রাহকশ্রেণি	বর্ধিত গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ (এমএমসিএম)	প্রস্তাবিত মূল্য (টাকা/ঘনমিটার)	বর্ধিত এলএনজি চার্জের পরিমাণ (কোটি টাকা)
ক	শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে সম্ভাব্য নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির মূল্যে গ্যাস সরবরাহ	শিল্প	-	৭৫.৭২	-
		ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	-	৭৫.৭২	-

খ	শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রতিশ্রুত (প্রাথমিক সম্মতিপ্রাপ্ত/চাহিদাপত্র ইস্যুকৃত) নতুন গ্যাস সংযোগে সম্ভাব্য গ্যাস সরবরাহ	শিল্প	৩১০.৮৪	৫০% পর্যন্ত ৩০.০০	৬০২.৩০
		ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২৯০.০৭	অবশিষ্ট ৫০% এর ক্ষেত্রে ৭৫.৭২	২২৭.২১
গ	শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির বিদ্যমান গ্রাহকগণ অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার	শিল্প	১৪৭.৭৮	অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৭৫.৭২	১,২৬৬.৮৮
		ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৫৭.৫৯		১,১৪৪.৩৯
	মোট		**৮০৬.২৮**		**৩,২৪০.৭৭**

২.২ গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ:

২.২.১ কমিশনের লাইসেন্সী হিসেবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (তিতাস গ্যাস), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বাখরাবাদ গ্যাস), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জালালাবাদ গ্যাস), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (সুন্দরবন গ্যাস) প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে:

নীতি	**গ্রাহক শ্রেণি**	**বিদ্যমান মূল্য (টাকা/ঘনমিটার)**	**প্রস্তাবিত মূল্য (টাকা/ঘনমিটার)**	
(ক) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে সম্ভাব্য নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ এলএনজি আমদানির মোট ব্যয় মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের ট্যারিফ	শিল্প	৩০.০০	৭৫.৭২	
	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৩১.৫০	৭৫.৭২	
(খ) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রতিশ্রুত (প্রাথমিক সম্মতিপ্রাপ্ত /চাহিদাপত্র ইস্যুকৃত) নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত লোডের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যমান শিল্প/ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির ট্যারিফে গ্যাস প্রাপ্য হবেন। অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির মোট ব্যয় মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের ট্যারিফ	শিল্প	৩০.০০	৩০.০০ (৫০% পর্যন্ত)	৭৫.৭২* (অবশিষ্ট ৫০% এর ক্ষেত্রে)
	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৩১.৫০	৩১.৫০ (৫০% পর্যন্ত)	৭৫.৭২* (অবশিষ্ট ৫০% এর ক্ষেত্রে)
(গ) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির বিদ্যমান গ্রাহকগণ অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির মোট ব্যয় মূল্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের ট্যারিফ	শিল্প	৩০.০০	৭৫.৭২* (অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারের উপর)	
	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৩১.৫০	৭৫.৭২* (অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারের উপর)	

*জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর,২৪ পর্যন্ত সময়ের তথ্য বিবেচনায়, যা পরিবর্তনযোগ্য।

২.২.২ বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাব অনুযায়ী শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রতিশ্রুত (প্রাথমিক সম্মতি প্রাপ্ত/চাহিদাপত্র ইস্যুকৃত) নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে সম্ভাব্য সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ ৬০০ মিলিয়ন ঘনমিটার (বা দৈনিক প্রায় ৫৯ মিলিয়ন ঘনফুট)।

২.২.৩ অন্যদিকে, নভেম্বর ২০২৩ থেকে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকগণের অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ ২০৫.৩৭ মিলিয়ন ঘনমিটার (দৈনিক ১৯.৭৮ ঘনফুট)।

২.২.৪ অনুচ্ছেদ ২.২.১ এর প্রস্তাব অনুযায়ী শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা হলে এবং অনুচ্ছেদ ২.২.২ এবং ২.২.৩ অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা হলে এলএনজি চার্জ বাবদ পেট্রোবাংলা এর প্রায় ৩,২৪০.৭৭ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সরকার থেকে উক্ত পরিমাণ ভর্তুকি কম নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

৩.০ প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি:

৩.১ কমিশনের ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ০২/২০২৫ তম বিশেষ কমিশন সভায় প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধীনে প্রণীত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ০৬ অনুযায়ী প্রস্তাবসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়নের জন্য একটি কারিগরি মূল্যায়ন টিম (Technical Evaluation Team-TET) গঠন করা হয়।

৩.২ কমিশনের ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ০৫/২০২৫তম বিশেষ কমিশন সভায় পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবসমূহ কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করা হয় এবং প্রস্তাবসমূহের ওপর কমিশন কর্তৃক গণশুনানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৩ পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ (সোমবার) সকাল ১০:০০ ঘটিকায় নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে আগ্রহী পক্ষগণের গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয়।

৪.০ কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন:

৪.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী কারিগরি মূল্যায়ন টিম পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হলো:

৪.১.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কারিগরি মূল্যায়ন টিম উল্লেখ করে যে, কক্সবাজারের মহেশখালীতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে এবং Summit LNG Terminal Co (PVT) LTD কর্তৃক স্থাপিত ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪.১.২ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কারিগরি মূল্যায়ন টিম উল্লেখ করে যে, এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা ও কাতার গ্যাস [পূর্বের নাম Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited (3) (Ras Gas)] এর মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ১৫ বছর মেয়াদী এবং পেট্রোবাংলা ও OQ ট্রেডিং লিমিটেড [পূর্বের নাম Oman Trading International (OTI)] এর মধ্যে ০৬ মে ২০১৮ তারিখে ১০ বছর মেয়াদী LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত SPA অনুযায়ী পেট্রোবাংলা এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ৪.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত এলএনজি আমদানি করতে পারবে। এছাড়া spot মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির জন্য পেট্রোবাংলা ১৬টি এলএনজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেশে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সর্বপ্রথম স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি শুরু হয়।

৪.১.৩ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে আইওসি এবং জাতীয় গ্যাস কোম্পানীসমূহের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ২০,০৬৬.৭৪ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ৩টি উৎস থেকে এলএনজি আমদানির পরিমাণ ৮,৪৭৬.৬৪ মিলিয়ন ঘনমিটার (কাতার গ্যাস ৩,৬০৬.৯০ মিলিয়ন ঘনমিটার, OQ ট্রেডিং লিমিটেড ১,২২৬.০৪ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং স্পট মার্কেট ৩,৫৪৩.৭ মিলিয়ন ঘনমিটার) বিবেচনায় দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ ২৮,৫৪৩.৩৮ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৪.১.৪ কারিগরি মূল্যায়ন টিম এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে ৮,৪৭৬.৬৪ এমএমসিএম রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানি বিবেচনায় পেট্রোবাংলা পর্যায়ে নীট এলএনজি ব্যয় ৩,০০,৪০৯.৭৮ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ৬৬.৭২ টাকা।

৪.১.৫ নীট এলএনজি ব্যয় এর সাথে পেট্রোবাংলা চার্জ (এলএনজি অপারেশনাল চার্জ ব্যতীত) ০.০৬৮৩ টাকা/ঘনমিটার, আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জ ০.১০৪৩ টাকা/ঘনমিটার, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ০.৩৯৩৭ টাকা/ঘনমিটার, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ইএসএফ) ০.৪১০৮ টাকা/ঘনমিটার, বিইআরসি গবেষণা তহবিল ০.০৩০০ টাকা/ঘনমিটার, সঞ্চালন ব্যয় ১.০২০০ টাকা/ঘনমিটার এবং বিতরণ ব্যয় ০.২৩৮৭ টাকা/ঘনমিটার যোগ করলে মুসকপূর্ব এলএনজি সরবরাহ ব্যয় দাঁড়ায় ৬৮.৯৯ টাকা/ঘনমিটার। ৬৮.৯৯ টাকার ওপর ভোক্তাপর্যায়ে ১৫% মূসক ১০.৩৫ টাকা/ঘনমিটার যোগ করলে মূসক এবং তহবিলসহ ভোক্তাপর্যায়ে এলএনজি'র সরবরাহ ব্যয় দাঁড়ায় ৭৯.৩৪ টাকা/ঘনমিটার।

৪.১.৬ কারিগরি মূল্যায়ন টিম তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত ফাইন্ডিংসসমূহ উল্লেখ করে:

৪.১.৬.১ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর'২৪ সময়ে ৮,৪৭৬.৬৪ মিলিয়ন ঘনমিটার রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানি বিবেচনায় পেট্রোবাংলা এর প্রস্তাবিত গড় এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ মূল্যের (প্রতি ঘনমিটার ৭৫.৭২ টাকা) মধ্যে এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ১৫% এবং পুনরায় ভোক্তাপর্যায়ে ১৫% মূসক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে দু'বার মূসক পরিহারের লক্ষ্যে এলএনজি আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত মূসক (৭.৩৪ টাকা/ঘনমিটার) ভোক্তাপর্যায়ে মূসকের সাথে সমন্বয় করার বিষয়টি এনবিআর বিবেচনা করা;

৪.১.৬.২ পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবে ৩ মাস (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) এর এলএনজি আমদানি ব্যয়ের ভিত্তিতে মূল্যহার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সারা বছরে এলএনজি আমদানির পরিমাণ ও মূল্য বিবেচনা করা হলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এলএনজি আমদানি ব্যয় পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবের চেয়ে বেশি হতে পারে; এবং

৪.১.৬.৩ পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাবে এলএনজি ব্যয়ের সাথে বিদ্যমান মূল্যহার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত চার্জসমূহের অতিরিক্ত কোনো চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান।

৫.০ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সী ও আগ্রহী পক্ষগণের গণশুনানি:

৫.১ পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবসমূহের ওপর ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে কমিশন কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক মানবজমিন এবং দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডস পত্রিকায় গণশুনানি অনুষ্ঠানের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। লিখিত নোটিশ এবং প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। লিখিত নোটিশ এবং প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণ বা উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৫.২ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, Bangladesh Terry Towel & Linen Manufacturers & Exporters Association, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, উত্তরা নিটিং এন্ড ডাইং লিঃ এবং স্টার সিরামিক লিমিটেড গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৫.৩ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বিয়াম ফাউন্ডেশনের অডিটরিয়ামে পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবের বিষয়ে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৪ গণশুনানিতে প্রস্তাবকারী পেট্রোবাংলা ও গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এবং গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR), বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, Bangladesh Terry Towel & Linen Manufacturers & Exporters Association, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস কোম্পানিজ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাবের ওপর অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে সকল পক্ষগণের প্রাণবন্ত উপস্থিতির জন্য কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কমিশন কর্তৃক গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে তথ্য ও দলিলাদি উপস্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে, "মূল্যহার পরিবর্তন প্রস্তাব বিষয়ে গণশুনানি গ্রহণ একটি আইনী প্রক্রিয়া ও Quasi Judicial System। কমিশন অনুসরণীয় Methodology ও Standard অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাব সমূহের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবের/আবেদনের যথার্থতা, ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের দায়িত্ব আবেদনকারীগণের। অন্য কোন পক্ষ যদি ভিন্নতর কোন দাবি উপস্থাপন করেন সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রমাণের দায়িত্ব ভিন্নতর দাবি উপস্থাপনকারীর। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীগণ নিজ নিজ প্রতিটি প্রস্তাব/দাবি দালিলিক স্বাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ গণশুনানিতে উপস্থাপন করবেন, যাতে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত (Visibly Reflected) হয়। অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও দালিলিক প্রমাণবিহীন উপস্থাপন একটি সর্বজনগ্রাহ্য ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো ভাবেই সহায়ক নয়। তাই কমিশন আশা করে গণশুনানিতে পক্ষগণ যুক্তিযুক্ত তথ্য, উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পেশ করবেন যা বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞাত এবং দালিলিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং যা কমিশনের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহায়ক হবে।" গণশুনানি একটি বিচারিক প্রক্রিয়া বিধায় এখানে বক্তব্য প্রদানে সকলকে প্রাসঙ্গিক হওয়ার ও ভাষা প্রয়োগে সংযত হওয়ার এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ হতে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক অতঃপর প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য পর্যায়ক্রমে পেট্রোবাংলা এবং ৬টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ জানানো হয়।

৫.৬ পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রস্তাব উপস্থাপন:

৫.৬ পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধিগণ তাদের প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

৫.৬.১ বর্তমানে দেশে সরবরাহকৃত গ্যাসের মধ্যে দেশিয় গ্যাসের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭০% এবং আমদানিকৃত এলএনজি'র পরিমাণ প্রায় ৩০%। ক্রমান্বয়ে দেশিয় গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং এলএনজি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি ঘনমিটার এলএনজি'র বর্তমান আমদানি মূল্য প্রায় ৬৫-৭০ টাকা। ফলে এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে গ্যাসের প্রাইস গ্যাপ (সরবরাহ ব্যয় এবং ট্যারিফ এর ব্যবধান) কমাতে হবে। দেশিয় গ্যাসের উৎপাদন সময়ের সাথে হ্রাস পাওয়ায় এবং গ্যাসের চাহিদা পূরণে এলএনজি আমদানি সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় ৩২ টি এবং স্পট মার্কেট হতে ১২ টি অর্থাৎ মোট ৪৪ টি কার্গো এলএনজি আমদানি করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জানুয়ারি হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় আরও ২৮ টি ও স্পট মার্কেট হতে আরও ২৪ টি সহ মোট ৫২ টি অর্থাৎ সর্বমোট (৪৪+৫২) = ৯৬ টি কার্গো আমদানি করা হলে প্রাক্কলিত ঘাটতি হবে ১৪,০০১.৮৮ কোটি টাকা। ২টি এফএসআরইউ এর সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী ২০২৫ সালে ১১৫ টি কার্গো এলএনজি আমদানি করা হলে বিদ্যমান গ্যাসের মূল্যহার অনুযায়ী প্রায় ২৩,৮৪৬.৪৯ কোটি টাকা ঘাটতি হবে, যা ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। বর্ণিত পরিস্থিতি বিবেচনায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ এর পত্রের মাধ্যমে শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে বিদ্যমান, প্রতিশ্রুত ও সম্ভাব্য গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার/লোড বৃদ্ধি অথবা নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে গ্যাস ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে:

(ক) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে সম্ভাব্য নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ এলএনজি আমদানির মোট ব্যয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করবেন;

(খ) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে প্রতিশ্রুত (প্রাথমিক সম্মতিপ্রাপ্ত/চাহিদাপত্র ইস্যুকৃত) নতুন গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ প্রতিশ্রুত লোডের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যমান শিল্প/ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির মূল্যে গ্যাস প্রাপ্য হবেন। অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির ব্যয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করবেন;

(গ) শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির বিদ্যমান গ্রাহকগণ অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলএনজি আমদানির মোট ব্যয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করবেন;

(ঘ) এলএনজি আমদানির ব্যয় বলতে দাখিলকৃত বিলের পূর্ববর্তী তিন মাসের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় ও স্পট এলএনজি ক্রয়ের গড় মূল্য (এলএনজি ক্রয়মূল্য, রিগ্যাসিফিকেশন চার্জ, ভ্যাট, ট্যাক্স, বিভিন্ন মার্জিন ইত্যাদিসহ সার্বিক মূল্য) বুঝাবে;

৫.৬.২ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সময়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় ও স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি ক্রয়ের গড় মূল্য (এলএনজি ক্রয়মূল্য, রিগ্যাসিফিকেশন চার্জ, ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ) ৬৩.৫৮ টাকা/ঘনমিটার। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় ও স্পট মার্কেট

থেকে এলএনজি ক্রয়ের গড় মূল্য (এলএনজি ক্রয়মূল্য, রিগ্যাসিফিকেশন চার্জ, ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ) ৬৬.৫৬ টাকা/ঘনমিটার।

৫.৬.৩ এ অবস্থায়, শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে বিদ্যমান, প্রতিশ্রুত ও সম্ভাব্য গ্রাহকের প্রস্তাবিত গ্যাসের মূল্যহার উপস্থাপন করা হয় যা, অনুচ্ছেদ ২.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.৬.৪ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে দীর্ঘমেয়াদী ৫৬ টি ও স্পট মার্কেট থেকে ৩৮ টি মোট ৯৪ টি কার্গো এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। এলএনজি বেশি আমদানি করলে প্রাইজ গ্যাপ বেশি হয় তাই পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ হতে ১০,০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি চাওয়া হলে অর্থ বিভাগ হতে এ অর্থবছরে ৬,৫০০ কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়, যাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮২ টি কার্গো এলএনজি আমদানি করা যাবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯০ টি কার্গো এলএনজি আমদানি করা হলে মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় দাঁড়ায় প্রতি ঘনমিটার ২৬.৭৪ টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১০,৭৫৪.৭৯ কোটি টাকা এবং ৯৬ টি কার্গো আমদানি করা হলে মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় দাঁড়ায় প্রতি ঘনমিটার ২৭.৯২ টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪,০০১.৮৮ কোটি টাকা। ২০২৫ পঞ্জিকাবর্ষে ৯৪ টি এলএনজি কার্গো আমদানি করা হলে মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় দাঁড়াবে প্রতি ঘনমিটার ২৭.৫৩ টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১২,৮০৬.৮৪ কোটি টাকা। ২০২৫ পঞ্জকাবর্ষে ১১৫ টি কার্গো এলএনজি আমদানি করা হলে মিশ্রিত গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় দাঁড়াবে প্রতি ঘনমিটার ৩১.৪৩ টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৩,৮৪৬.৪৯ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮২টি, ৯০টি এবং ৯৬টি কার্গো এলএনজি আমদানি বিবেচনায় প্রাক্কলিত প্রাইস গ্যাপ যথাক্রমে ২.২৪ টাকা/ঘনমিটার, ৩.৮৭ টাকা/ঘনমিটার এবং ৫.০৫ টাকা/ঘনমিটার। ২০২৫ পঞ্জিকাবর্ষে ৯৪টি, ৯৬টি এবং ১১৫টি কার্গো এলএনজি আমদানি বিবেচনায় প্রাক্কলিত প্রাইস গ্যাপ যথাক্রমে ৪.৬৬ টাকা/ঘনমিটার, ৫.০৫ টাকা/ঘনমিটার এবং ৮.৮৬ টাকা/ঘনমিটার। এলএনজি আমদানি বৃদ্ধি করলে প্রাইজ গ্যাপ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ডলারের রেট বৃদ্ধি হলেও তার প্রতিফলন হবে।

৫.৬.৫ দেশিয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা ওয়ার্ক ওভার, উন্নয়ন ও নতুন কূপ খনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে সম্পাদিতব্য ১৬ টি ওয়ার্ক ওভার, ৪টি অনুসন্ধান ও ৬ টি উন্নয়ন কূপ খননে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ ২৫৪ এমএমসিএফডি। ২০২৬ সালে সম্পাদিতব্য ১০ টি ওয়ার্ক ওভার ও ১৪ টি অনুসন্ধান কূপ খননে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ ২৮৫ এমএমসিএফডি। ২০২৬ সালের মধ্যে খননতব্য ১৩ উন্নয়ন কূপে সম্ভাব্য উৎপাদন ১৯০ এমএমসিএফডি। বাপেক্সের ৫টি রিগ রয়েছে যা সচল করা হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আরও ৫ টি রিগ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৭ বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রস্তাব উপস্থাপন:

৫.৭.১ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি (তিতাস গ্যাস), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বাখরাবাদ গ্যাস), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জালালাবাদ গ্যাস), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (সুন্দরবন গ্যাস) অনুছেদ ২.২ এ উল্লিখিত প্রস্তাব গণশুনানিতে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে।

৬.০ লাইসেন্সী এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত:

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), মেট্রোপলিট্যান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী (এমসিসিআই), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ আগর এন্ড আতর ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশস ওনার্স এসোসিয়েশন, Bangladesh Terry Towel & Linen Manufacturers & Exporters Association, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি), পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ, প্রতিক সিরামিক লিমিটড, মিরপুর সিরামিক লিমিটেড, স্টার সিরামিক্স লিমিটেড, সানশাইন ব্রিকস লিমিটেড, খাদিম সিরামিক্স লিমিটেড, উত্তরা নিটিং এন্ড ডাইং লিঃ:, ব্লু সিল টেক্সটাইল লিমিটেড প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কে গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। উপস্থিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ গণশুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, Foreign Investor's Chamber of Cmmmerce & Industry (FICCI), বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কসপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), প্যাসিফিস অ্যাটেয়ার্স লিমিটেড, প্যাসিফিস ওয়ার্কঅয়্যারস্ লিমিটেড, প্যাসিফিস জিন্স লিমিটেড, প্যাসিফিস এক্সেসরিজ লিমিটেড, এনএইচটি ফ্যাশনস লিঃ, ইউনিভার্সল জিন্স লিঃ, জিন্স ২০০০ লিঃ এবং ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিঃ গণশুনানি-উত্তর মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি-পূর্ব, গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর মতামতের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

৬.১ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব):

গণশুনানি- পূর্ব, গণশুনানি ও গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামত উল্লেখ করা হয় যে,

৬.১.১ ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল অবধি বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে কি পরিমাণে ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে তা বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারণ, ব্যয় ও মুনাফা রোধ করে তথা সরকারের রাজস্ব কমিয়ে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির মূল্যহার ও ভর্তুকি কি পরিমাণে কমানো সম্ভব তা বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারণ এবং জ্বালানি অপরাধীদের বিচারের জন্য বিইআরসি আইনের আওতায় ট্রাইবুনাল গঠন করা না পর্যন্ত গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর শুনানি স্থগিত রাখতে হবে।

৬.১.২ পূর্বের ব্যত্যয়সমূহের কোনো কিছু বর্তমান কমিশন রিভিউ করেনি।

৬.১.৩ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার এক টাকার উপরে নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাতিল করা।

৬.১.৪ জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে বিইআরসিকে আরো শক্তিশালী করা।

৬.১.৫ সকল প্রকার এনার্জি সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে ১৫ বছর যাবৎ অন্যায় ও অযৌক্তিক তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয়বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় এ খাতে আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।

৬.১.৬ লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ঘন ঘন সমন্বয় করে বেশি বেশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় অসহনীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। আবার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা চরম বিপর্যয়ে পড়েছে। ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার বিপন্ন। সে-পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি হয়নি। আইনের ২২ ও ৩৪ ধারায় প্রাপ্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ না করে নিষ্ক্রিয় থেকে বিইআরসি কর্তৃক লুণ্ঠনমূলক ব্যয় সমন্বয় অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৬.১.৭ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানিতে দেয়া যুক্তি ও বক্তব্য উপেক্ষা করে বিইআরসি কর্তৃক লুণ্ঠনমূলক ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে।

৬.১.৮ আমদানির পর্যায়ে ১৫% মূসক নেয়া হচ্ছে যাতে ৩,৫০০ কোটি টাকা বেশি নেয়া হচ্ছে।

৬.১.৯ সংশোধিত বিইআরসি আইনের ৩৪ক ধারার আওতায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের সকল আদেশ বাতিল করতে হবে এবং জ্বালানি তেলের মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক গণশুনানির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে।

৬.১.১০ বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে সমন্বয়কৃত লুণ্ঠনমূলক ব্যয়ের সর্বমোট পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং বিদ্যমান মূল্যহারে সমন্বয়কৃত লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও সরকারের রাজস্ব কমিয়ে বিদ্যুৎ ও সকল জ্বালানির মূল্যহার কমাতে হবে।

৬.১.১১ জ্বালানি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।

৬.১.১২ জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য বিইআরসি আইন সংস্কার করতে হবে; এবং

৬.১.১৩ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিইআরসি'র আওতায় অংশীজন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন দ্বারা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কার করতে হবে।

৬.২ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই),:

শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত এবং শুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.২.১ গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্পগুলোর উৎপাদন খরচ, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী কারখানাগুলোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্টিল, সিরামিক ও প্লাস্টিক শিল্পে উচ্চ তাপমাত্রার জন্য প্রচুর গ্যাসের ব্যবহার হয়, ফলে এসব শিল্পে খরচের প্রভাব আরও বেশি হবে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয় বাড়াবে, ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে যাবে। স্টিল ও প্লাস্টিক শিল্পের ক্ষেত্রেও আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হবে। এক ধাপে গ্যাসের দাম ১৫২.৪% বৃদ্ধি শিল্প খাতের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে।

৬.২.২ গ্যাস বিতরণ এবং সঞ্চালন সিস্টেম লস প্রায় ১০% যা উন্নত বিশ্বের তুলনায় অত্যাধিক বেশি; এবং এর সিংহ ভাগই চুরি এবং অদক্ষতার কারণে হয়ে থাকে। এ সিস্টেম লস সহনীয় করা গেলে গ্যাসের দাম না বাড়িয়েও শুধুমাত্র দক্ষতা বৃদ্ধি ও চুরি কমিয়ে বিদ্যমান ও নতুন শিল্পকে পূর্বের দামে গ্যাস সরবরাহ করা যাবে। পরে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কূপ খনন এবং বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬.২.৩ জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হবে। গ্যাস বিতরণ যন্ত্রপাতি ও শিল্প কারখানায় বিদ্যমান গ্যাসচালিত যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন ও নিযুক্ত লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৬.২.৪ পেট্রোবাংলা এর পরিচালনা পর্ষদসহ অধিনস্থ কোম্পানীগুলোর পরিচালনা পর্ষদে এফবিসিসিআই-এর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মনোনয়ন দিতে হবে।

৬.২.৫ ক্যাপটিভ ও শিল্পখাতের জন্য গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশিয় বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন, গ্যাস উত্তোলন বাড়ানো ও নতুন সম্ভাব্য অফশোর (সমুদ্র) ও অনশোর (স্থলভাগ) গ্যাসক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

৬.২.৬ ক্যাপটিভ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোর ক্রয়মূল্য অথবা বিক্রয়মূল্যের সাথে উৎপাদনের বর্ধিত খরচ সমন্বয় করতে হবে।

৬.৩ বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই):

গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামত এবং গণশুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.৩.১ উচ্চ মূল্য দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না আবার যা পাওয়া যায় তা নিম্ন চাপের ফলে সকল মেশিন সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার করা যাচ্ছে না। গ্যাসের বর্তমান মূল্যহার ঠিক রেখে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি সমূহের দক্ষতা বাড়িয়ে ও অপচয় কমিয়ে বিশেষ করে তিতাস গ্যাসের বিপুল পরিমাণ সিস্টেম লস দূর করে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো দরকার এবং প্রয়োজন হলে বিদ্যুৎ

উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানি বিশেষ করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো উচিত। আমদানিকৃত এলএনজি'র উপর ভিত্তি করে ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পক্ষে নয়।

৬.৩.২ প্রাকৃতিক গ্যাসের দামের কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে টেক্সটাইলস ফ্যাক্টরীর প্রতি ইয়ার্ডে খরচ পড়ত ১৮ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ২৬ টাকায় চলে গেছে। নীট ফ্যাক্টরীর প্রতি কেজি ইয়ার্ণ এর দাম ২.৪৫ ডলার যেখানে ভারত থেকে কাপড় আনা যাচ্ছে ২.১১ ডলারে।

৬.৩.৩ আইনের দৃষ্টিতে সমতার যে বিধানসমূহ রয়েছে, উপরোক্ত প্রস্তাব তার সাথে অসংগতিপূর্ণ।

৬.৩.৪ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে নীতিগুলো অনুসরণের জন্য বিইআরসি'র বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি অন্যতম। সুতরাং, প্রস্তাবটি মূল্য নির্ধারণের মূলনীতির পরিপন্থী।

৬.৩.৫ কেবলমাত্র গ্যাস সংযোগ গ্রহণের সময়ের বিবেচনায় সমজাতীয় কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের মধ্য থেকে একটি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টির সুযোগ নেই।

৬.৩.৬ গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্যাস বিতরণকারী কোম্পানিগুলোর প্রস্তাব বিবেচনার সময় বিইআরসি নিরপেক্ষভাবে তার বিবেচনা প্রয়োগ করতে এবং এক্ষেত্রে ভোক্তার স্বার্থ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিশ্চিত করতে বিইআরসি দায়বদ্ধ।

৬.৩.৭ একই পণ্যের জন্য ইতোমধ্যে সংযোগপ্রাপ্ত গ্রাহকের তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ বেশি হারে নতুন সংযোগ গ্রহণকারীদের উপর মূল্য আরোপ ন্যায্যতার পরিপন্থি।

৬.৩.৮ পেট্রোবাংলা এবং এর অধীন ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তাবিত শুধুমাত্র আমদানিকৃত এলএনজি'র উপর ভিত্তি করে শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণির নতুন সংযোগ ও বর্তমান সংযোগের লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্যাসের ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণ/বৃদ্ধির কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব সমূহ বিইআরসি কর্তৃক খারিজ করা।

৬.৪ মেট্রোপলিট্যান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রী (এমসিসিআই):

গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.৪.১ গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ও শিল্প শ্রেণিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধিতে শিল্প ও ক্যাপটিভ জেনারেশনে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে, যা তাদের প্রতিযোগিতা স্বক্ষমতা হ্রাস পাবে। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পেলে পণ্য ও সেবার দাম বাড়বে ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পাবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের উচ্চ মূল্য নতুন শিল্প স্থাপন ও বিস্তার বাধাগ্রস্ত করবে। বর্তমান গ্রাহকদের সাথে ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণ করা হলে নতুন শিল্প স্থাপন হবে না।

৬.৪.২ কিছুটা মূল্য সমন্বয় এড়ানো অসম্ভব হলেও কিছু পদক্ষেপ যেমন, **দেশিয়** গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি, পর্যায়ক্রমিক মূল্য সমন্বয়, দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় এলএনজি আমদানির বৃদ্ধি, জ্বালানিখাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে টেকসই জ্বালানি মূল্য নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে এর প্রভাব এবং গ্যাস স্বল্পতা মোকাবেলা সম্ভব হবে।

৬.৫ বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ):

গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামত এবং গণশুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

৬.৫.১ শিল্প শ্রেণিতে গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধির বিপক্ষে যে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয় তা হলো-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর গ্যাস ইফিসিয়েন্সি ৫২% অন্যদিকে শিল্পের (কম্বাইন্ড হিট এন্ড পাওয়ার) গ্যাস ইফিসিয়েন্সি ৮৬%, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করে এলএনজির ব্যবহার ৫৫% কমানো সম্ভব, সরকারি এলএনজি আমদানির মূসক বাবদ মাসে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা চার্জ করে, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য ভারত এবং ভিয়েতনাম থেকে বেশি, অধিকন্তু ভারত ও ভিয়েতনাম টেক্সটাইল শিল্পকে সরকারি সাবসিডি, ট্যাক্স ক্রেডিট ও ইনসেনটিভ দিয়ে থাকে। গ্যাসের মূল্য ১৫২.৪% বৃদ্ধি পেলে সার্বিক উৎপাদন ব্যয়ে বাড়বে ৪৫.৭২%। তাই শিল্প খাতে প্রস্তাবিত মূল্যহার প্রত্যাহার করা উচিত এবং বর্তমান মূল্যহার ভারিত গড় অনুযায়ী পুনর্নির্ধারণ করা উচিত।

৬.৫.২ সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভারিত গড়ের চেয়ে কম মূল্য গ্যাস দিয়ে সেখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আবার শিল্পে ১৩-১৪ টাকা/ইউনিটে সরবরাহ করা হচ্ছে, যা বৈষম্যমূলক। উচ্চ মূল্যে এলএনজি আমদানি করে অদক্ষ সার কারখানাগুলোতে দেশে সার উৎপাদন করার চেয়ে সার আমদানি করা যায়। এছাড়া পাওয়ার প্ল্যান্টের দক্ষতা বাড়ালে, সারে দক্ষতা বাড়ালে, সিস্টেম লস কমালে এলএনজি'র চাহিদা কমবে।

৬.৫.৩ পেট্রোবাংলা পর্যায়ে একবার ভ্যাট, আবার গ্রাহক পর্যায়ে একবার ভ্যাট। এগুলো বন্ধ করলে মূল্যহার কিছুটা কম্পিটিটিভ হবে।

৬.৬ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ):

গণশুনানি- পূর্ব, গণশুনানিতে উপস্থাপিত ও গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.৬.১ শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার ১৫০% মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বস্ত্র ও পোশকখাতে বার্ষিক প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এই ব্যাপক হারে খরচ বৃদ্ধি শিল্পের সক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়ে দিবে। পোশাক শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরি ৫৬% বৃদ্ধি, ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাস থেকে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি ৯% করা, গ্যাস-বিদ্যুৎ-ডিজেলের অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধি এবং ব্যাংক সুদ সিঙ্গেল ডিজিট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪-১৫% হওয়া, ইত্যাদি কারণে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। পুণরায় গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে তা চলমান বিনিয়োগ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, নতুন

বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে এবং মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ প্রস্তুত বাধাগ্রস্থ হবে। বারবার মূল্য বৃদ্ধি করে এবং গ্যাস উত্তোলন ও এলএনজি আমদানি পর্যায়ে কর আরোপ করে অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যাবে না, বরং উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানমুখী খাতের জন্য জ্বালানির উপর কর প্রত্যাহার, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিমিত ক্ষমতায় পরিচালন (Optimum Plant Factor) নিশ্চিতকরণ এবং সিস্টেম-লস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খরচ কমানো প্রয়োজন।

৬.৬.২ System loss (বর্তমানে ৭%-১০%) কমিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্যাস উত্তোলনের কর্মদক্ষতা বাড়ানো। এক্ষেত্রে International Oil company গুলো অনুকরণীয় হতে পারে।

৬.৬.৩ আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনায় যেখানে শিল্পকে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, এবং দেশের সীমিত সম্পদ আমাদের অর্থনীতির বিকাশে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৬.৬.৪ বর্তমানে ঢাকায় সরবরাহ করার জন্য বর্তমান পাইপলাইনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা নেই। অর্থাৎ এলএনজি ভিত্তিক মূল্য প্রদান করেও শিল্প সহসা বাড়তি এলএনজি আমদানির সুবিধা পাবে বলে ধারণা করা যায় না।

৬.৬.৫ এলএনজি আমদানি পর্যায়ে ও ভোক্তাপর্যায়ে সরবরাহ মূল্যের উপর দু'বার মূসক অযৌক্তিক।

৬.৬.৬ প্রতি ১% সিস্টেম লস কমানো গেলে ৬৭৬ কোটি টাকা অপচয় কমানো সম্ভব হত। অর্থাৎ সিস্টেম লস ৫% কমিয়ে আনতে পারলে তা গ্যাসের মূল্য না বাড়িয়েও কাঙ্খিত অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের সমপরিমাণ হবে।

৬.৬.৭ গ্যাস ভিত্তিক সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কর্ম-দক্ষতা ১০% বৃদ্ধি করা গেলে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সার তৈরি না করে সার আমদানি হলে বিপুল পরিমাণে গ্যাস সাশ্রয় সম্ভব হবে, যার মাধ্যমে সরকার সমপরিমাণ এলএনজি আমদানি কমিয়ে আনতে পারে।

৬.৭ **বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন:**

গণশুনানি-পূর্ববর্তী মতামত, গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামত ও গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.৭.১ সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাস কাঁচামালের উপকরণ হিসাবে গণ্য হয়। এ শিল্পে গ্যাসের বিকল্প কোন জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ নাই। সিরামিক শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হলে সিরামিক শিল্পের উৎপাদন ব্যয় সাব-সেক্টর ভিত্তিক ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেড়ে যাবে। গ্যাস নির্ভর সিরামিক (টেবিলওয়্যার, টাইলস, স্যানিটারিওয়্যার ও ব্রিকস) শিল্পে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না করার অনুরোধ জানানো হয়।

৬.৭.২ চাহিদা মোতাবেক শিল্প কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ায় গ্যাসের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করলে **দেশিয়** সিরামিক শিল্প সংকটের মধ্যে পড়বে। এতে করে **দেশিয়** তৈরি-পণ্য মূল্য প্রতিযোগিতায় বিদেশী পণ্যের সাথে টিকে থাকতে না পারার কারণে উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬.৮ বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন:

গণশুনানি-পূর্ব এবং গণশুনানিতে উপস্থাপিত লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.৮.১ ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ও ডলারের ক্রাইসিসের কারণে কস্ট অনেক বেড়ে গেছে। প্রতি টনে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে যেটার ভার বহন করার ক্ষমতা বাংলাদেশের ইকোনমির নেই।

৬.৮.২ রড উৎপাদনে মোট খরচের ১৫% খরচ হয় জ্বালানি বাবদ। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে স্টিল উৎপাদন ব্যয় অনুরুপ হারে বেড়ে যাবে। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সম্মতিপত্র/ডিমান্ড নোট দেয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য রাখার জন্য দাবি করা হয়। স্টিল সেক্টরে নতুন করে কোন ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করতে আসলে তাদের ক্ষেত্রে কিঞ্চিত বর্ধিত মূল্য আরোপ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম উপাদান রড প্রস্তুতকারী বাংলাদেশের স্টিল সেক্টরে শিল্প/ক্যাপটিভ শ্রেণিতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৬.৯ বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন:

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামত নিম্নরূপ:

৬.৯.১ নীট সেক্টরে গ্যাসের ব্যবহার বেশি হয় এবং গ্যাসের উপর ভিত্তি করে নিট সেক্টরের উন্নয়ন হচ্ছে। গ্যাস বিতরণকারী কোম্পানীর ১৫ PSI তে গ্যাস সরবরাহের কথা থাকলেও বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে ৭-৮ PSI বা তার নিচে সরবরাহ করা হয়। তিতাস গ্যাসের রিপোর্ট অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জে ৪০% সিস্টেম লস। এখন তিতাস দাবি করছে ৪০% এর সিস্টেম লস কমিয়ে তারা ৭% এ নামিয়ে এনেছে। তাহলে তারা সিস্টেম লস কমাতে সক্ষম। এ সিস্টেম লসের সাথে তিতাসের লোকজনই জড়িত। এলএনজি আমদানিতে ভ্যাট চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬.৯.২ বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের রফতানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাহলে আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে ফলে নতুন গ্যাস সংযোগ নিতে হবে। যিনি নতুন Industry Expand করতে যাবেন যদি ৭৫ টাকা শিল্প ও ক্যাপটিভে হলে তার Investment বাড়াতে হবে। এটা হলে কম্পিটিটিভ এই বাজারে তিনি টিকে থাকতে পারবেন না। পাশাপাশি বিদ্যমান পরিস্থিতে মূল্য বৃদ্ধি থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী এলএনজি ও দেশিয় গ্যাসের সাথে মিশ্রিত গ্যাসের মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন।

৬.১০ বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল এন্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন:

গণশুনানি-পূর্ব ও গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গ্যাসের দাম বাড়ানো হলে তা এ শিল্প আর বহন করতে পারবে না। দেশিয় গ্যাসের অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের উপর জোর দিতে হবে। গ্যাস উত্তোলন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। সর্বোপরি, শিল্পখাতে বিরাজমান গ্যাসের সংকট মোকাবেলায় কার্যকরা পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬.১০ **ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফসিসিআই):**

গণশুনানি-পরবর্তী মতামত নিম্নরূপ:

৬.১০.১ বিদেশী বিনিয়োগকারীসহ বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণে সর্বাঙ্গীন জ্বালানি নীতি তৈরি করতে হবে।

৬.১০.২ একটি ন্যায্য এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগ পরিবেশ বজায় রাখতে বৈষম্যমূলক মূল্য নির্ধারণ এড়িয়ে যেতে হবে।

৬.১০.৩ অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদনে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এতে উচ্চমূল্যের এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমবে। ব্যয়বহুল আমদানি করা জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে সৌর এবং বায়ু শক্তি গ্রহণকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। খরচ স্থিতিশীল করতে জলবিদ্যুৎ (যেখানে সম্ভব) এবং বায়োমাসের মতো বিকল্প জ্বালানির উৎস গুলি অন্বেষণ করতে হবে। ভিয়েতনাম এবং কেনিয়ার মতো দেশগুলোকে থেকে অনুকরণ করা যেতে পারে কিভাবে তারা তাদের জ্বালানির মিশ্রণে পুনর্নবায়নযোগ্য উৎস গুলোকে সফলভাবে একীভূত করেছে।

৬.১০.৪ অবকাঠামো আপগ্রেড এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঞ্চালন এবং বিতরণ জনিত ক্ষতি হ্রাস করতে হবে। বিদ্যমান অবকাঠামো আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

৬.১০.৫ অদক্ষতা চিহ্নিত করতে এবং উন্নতির সুপারিশ করার জন্য বাধ্যতামূলক জ্বালানি অডিট বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬.১০.৬ জ্বালানি-সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির জন্য মূলধন বাড়াতে হবে, বিশেষ করে যেগুলি পুনঃবীকরণযোগ্য জ্বালানি এবং স্থায়িত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ক্লিন রিনিউয়েবল এনার্জি বন্ড তৈরি করা যেতে পারে, যেগুলো বিশেষভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য জারি করা হয়। ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব, যেমন পুনঃবীকরণযোগ্য শক্তি, শক্তি দক্ষতা, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, বা কার্বন নির্গমন হ্রাস করে এবং টেকসই শক্তির উৎস প্রচার করে এমন প্রকল্পগুলির জন্য অর্থায়নের জন্য গ্রীন বন্ডগুলোকেও বেছে নেয়া যেতে পারে।

৬.১১ **বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন:**

গণশুনানি-পূর্ব ও গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান বাজার বিবেচনায় সকল ব্যয় নির্বাহের পর বর্তমানে নির্ধারিত চার্জ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে সিএনজি স্টেশন মালিকগণকে লাভের পরিবর্তে লোকসান গুণতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ/ক্যাপটিভ এর মূল্য বৃদ্ধি হলে একই সময়ে স্টেশন চার্জ সমন্বয় করার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

৬.১২ **বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কসপ ওনার্স এসোসিয়েশন:**

গণশুনানি-পূর্ব ও গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেলে শিল্প বিকাশ হবে না এবং পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। যত দ্রুত সম্ভব নতুন গ্যাস

ক্ষেত্রের অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে দেশিয় গ্যাসের সরবরাহ বাড়াতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব অধিক কোম্পানীকে নিযুক্ত করে ভোলার অব্যাবহৃত গ্যাস শিল্প কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

৬.১৩ **বাংলাদেশ আগর এন্ড আতর ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন:**

গণশুনানি-পূর্ব ও গণশুনানি পরবর্তী মতামতে, জিআই সনদপ্রাপ্ত আগর শিল্প কারখানায় গ্যাসের মূল্য প্রতি ঘনমিটার ৩০.৫০ টাকার স্থলে চা শিল্পের ন্যায় ১১.৯৩ টাকা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করা হয়।

৬.১৪ **রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো:**

গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উৎপাদনশীল সেক্টরসমূহে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বিদ্যমান রেটে অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। মূল্য বৃদ্ধির বিকল্প হিসেবে সিস্টেম লস কমানোর কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, অপারেশনাল ব্যয় যৌক্তিক হারে হ্রাসকরণ, সর্বত্র প্রি-পেইড মিটার চালুর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ, দেশব্যাপী সঞ্চালন লাইনের লিকেজ বন্ধকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.১৫ **বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি):**

গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ইউরিয়া সারের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। দেশের কৃষি পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা, সরকারের ভর্তুকি খাতে ব্যয় হ্রাসকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না করার অনুরোধ জানানো হয়।

৬.১৬ **বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজ:**

গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবে সামাজিক প্রেক্ষাপট কি দাঁড়ায় সেটি বিবেচনা করা হয়নি। জ্বালানির ট্যারিফ বাড়লে ভোগপণ্যের দাম, সিএনজি স্টেশন থেকে শুরু করে তৈরি পোষাক শিল্প, নীট টেক্সটাইল সবজায়গায় যে প্রভাব পড়বে তার বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। পাশাপাশি গ্যাসের লিকেজ, চুরি এগুলো কমাতে হবে।

৬.১৭ **জনাব মীর নাসির হোসেন, প্রাক্তন সভাপতি, এফবিসিসিআই:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গ্যাসের সিস্টেম লস রোধ করা গেলে উক্ত গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারত এবং তার সুফল পাওয়া যেত। গ্যাস সরবরাহের অপ্রতুলতা থাকায় ইন্ডাস্ট্রিগুলো পূর্ণ ক্যাপাসিটিতে চলতে পারছে না। আন্তজার্তিক মানের Energy Audit করে প্রকৃত খরচ বের করতে হবে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির আগে Economic Cost Benefit দেখতে হবে। পুরো অর্থনীতির উপর লং টার্ম প্রভাব বিবেচনায় আনতে হবে। আমাদের ৫ বছর পরে অবস্থা কি হবে তাও মূল্যায়ন করতে হবে।

৬.১৮ **ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্যাস আইন, ২০১০ এর সাথে সাংঘর্ষিক। আইনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির কথা বলা

হয়েছে। তাছাড়া ৭ ধারায় একই শ্রেণির গ্রাহকের মধ্যে বৈষম্য আইনে নিষিদ্ধ। গ্যাস আইনের ৬ ধারায় গ্রাহকের শ্রেণি সঙ্গায়িত করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম অনুযায়ী। সুতরাং একই গ্রাহক শ্রেণির মধ্যে কে কখন গ্যাস সংযোগ নিল তার উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা বিইআরসি আইনের বিরোধী। সে দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব Assess করতে হবে। এছাড়া গ্যাস আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন কোনো গ্রাহক শ্রেণি সৃষ্টি করতে হবে।

৬.১৯ **জনাব হাসনাত আলম, সিনিয়র ম্যানেজার এন্ড ইকোনোমিস্ট, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির সাথে এ প্রস্তাব সাংঘর্ষিক। জিও পলিটিক্স এর কারণে বাংলাদেশে ব্যবসা স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রাইসে প্রোডাকশন খরচ বেড়ে যাবে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে কথা বলে জ্বালানির বিকল্প খুঁজতে হবে। বৈশ্বিক গ্যাস মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্যাস চুক্তি পুনঃবিবেচনা করা যেতে পারে। নতুন ও বিদ্যমান ব্যবসা সমান সূচক বিবেচনা করে অভিন্ন ও যুক্তিসম্মত মূল্য কার্যার্থে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সাথে সাথে ধাপে ধাপে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এছাড়া মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে।

৬.২০ **জনাব শামসুল হুদা আসিফ, European Union Chambers of Commerce:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, মূল্য বৃদ্ধি যাতে না হয় এবং নতুন ইনভেস্টররা আমাদের দেশে আসতে পারে সে দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

৬.২১ **জনাব জোনায়েদ সাকী, প্রধান সমন্বয়ক, গণসংহতি আন্দোলন:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিইআরসি এর প্রয়োজনীয় সংস্কার করে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। কিভাবে বাংলাদেশ এনার্জির চাহিদা নির্ধারিত হবে সে বিষয়ে সারা বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নীতি ঠিক করতে হবে। বাপেক্স-কে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে তার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। সিস্টেম লসের বড় অংশ চুরি, তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার করলে দেশের বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

৬.২২ **জনাব সেরাজুল ইসলাম সিরাজ, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, বার্তা ২৪.কম:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, দুইটি এফএসআরইউ এর ক্ষমতা ১১০০ এমএমএমসিএফডি হলেও কম এলএনজি আনা হচ্ছে, তবে সম্পূর্ণ ক্যাপাসিটি চার্জ পেমেন্ট করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫,৯৮২ মিলিয়ন টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ পেমেন্ট করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা এর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলেও পেট্রোবাংলা এর রক্ষা হবে না বরং শিল্প ও গ্যাস কোম্পানিসমূহ আরও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। গ্যাসের দাম বাড়ালে বিতরণ কোম্পানির অগ্রিম কর বাড়বে। বাপেক্সকে শক্তিশালী না করে দুর্বল করা হয়েছে। প্রস্তাব নিয়ে আসার পূর্বে কোন কোম্পানি তার প্রভাব বিশ্লেষণ করেনি। দাম বাড়ালে গ্যাসের সরবরাহ বাড়ার নিশ্চয়তা নেই।

৬.২৩ **জনাব সৌমিত্র, Head of Corporate Affair, BSRM:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ অনেক ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেন। একপেশে হয়ে দাম বাড়ানো হলে হয়তো স্বল্প মেয়াদী লাভ হবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হবে।

৬.২৪ **এলপিজি অটো গ্যাস ওনার্স এসোসিয়েশন:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, ২০১৫ সালে ক্যাপটিভ পাওয়ারে যে গ্যাসের মূল্য ৪ টাকার মত ছিল। সেটি ২০২৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ধাপে ধাপে ৩০ টাকা হয়ে যায়। আজকে ২০২৫ সালে ৭৫ টাকা প্রস্তাবনা করা হয়। ১৫-৩০ বছরের জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির Forecast বিষয়ে Feasibility Study করেই একজন শিল্প উদ্যোক্তা শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এই মূল্য বৃদ্ধি কোন Feasibility Study দিয়ে Cover করা সম্ভব না। তিনি Revenue ঘাটতি পূরণকল্পে দেশিয় গ্যাস উৎপাদন জোর দেওয়া, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানির কাছে ভোলার গ্যাসের দায়িত্ব অপর্ণপূর্বক জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা, জোরালো কমিশন/টিম গঠন করে System Loss কমানো এবং কোম্পানিগুলো Reform করতে হবে।

৬.২৫ **জনাব শামীম জাহাঙ্গীর, চেয়ারম্যান, Forum for Energy Reporters:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, নতুন যারা গ্যাস নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাদের জন্য কোন পলিসি আছে কিনা বা তাদের কোন ক্যাটাগরি করা হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। গ্যাস চুরি রোধ করা গেলে, গ্যাস দাম বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন হবে না।

৬.২৬ **জনাব ইকবাল আহসান, Channel 24:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তৈরি পোষাক খাতে এক বছরে ১১,০০০ কোটি টাকার বাড়তি উৎপাদন ব্যয় হবে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে ধরতে গেলে ব্যবসা সম্প্রসারণে যেতে হবে। নতুন শিল্প উৎপাদনে যেতে হবে। নতুন শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দাম দিয়ে সংযোগ নিতে হবে। শিল্পের জন্য কেন আমদানিকৃত গ্যাসের মূল্য কে দিতে হবে সে প্রশ্ন রাখেন। রপ্তানি যদি না বাড়ে তাহলে ডলার আসবে না। তাহলে আমাদের এলএনজি আমদানি নিয়েও সমস্যায় পড়তে হবে।

৬.২৭ **জনাব আব্দুল্লাহ ইবনে তোয়াম্মেল, Head of Engneer, Square Apparel Limited:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের Demand কত তা Forecast করে তা নিয়ে BIDA এর সাথে পেট্রোবাংলা এর ঘনিষ্ট ভাবে কাজ করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। চাহিদা অনুযায়ী ডমেস্টিক থেকে কতটুকু পূরণ করা হবে এবং কতটুকু আমদানি করে পূরণ করা হবে তা ঠিক করতে হবে। দু'টি FSRU এর ক্যাপাসিটি ১,০০০ mmcfd। সেটার ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে। গ্যাসের পাইপ লাইনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সমুদ্রে গ্যাস রিজার্ভের একটি ভালো সম্ভবনা আছে তা উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া Forecast করতে হবে- কত সালের মধ্যে আমাদের আমদানি নির্ভশীলতা কমিয়ে এনে ডমিস্টিক উৎপাদনের

ওপর নির্ভর করতে পারবো, গ্যাসের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না করে কিভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারবো, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবো।

৬.২৮ **ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলী, পি.ইঞ্জ:**

গণশুনানিতে উপস্থাপিত মতামতে আমেরিকার propane.com এর একটা তথ্য উল্লেখ করে বলা হয় যেখানে শিল্প কারখানা সেখানে একটা এলপিজি স্যাটেলাইট স্টেশন Develop করা হয়েছে এবং কখনো কোনো ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হবে না। LPG Sector, Auto Gas Sector সহ যদি কমিউনিটি বেইজ Develop করা হয় তাহলে আমাদের এলনজি আমদানি করার কোন প্রয়োজন হবে না। তিনি বনশ্রী, আবতাবনগরের মতো আবাসিক এলাকায় মিটারবিহীন প্রাকৃতিক গ্যাস সাপ্লাইয়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কতটুকু প্রাকৃতিক গ্যাস সাপ্লাইয়ের দিয়ে কতটুকু ফিডব্যাক পাচ্ছি তা দেখতে হবে। তিনি Energy Mix এর Development এর উপর গুরুত্ব দেয়ার আহবান জানান এবং Energy efficiency calculation এ তাদেরকে নিয়ে বসার অনুরোধ করেন।

৬.২৯ **ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি):**

গণশুনানিপূর্ব লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে,

৬.২৯.১ সম্প্রতি তিতাস গ্যাস এর আরএমএস-এ অবস্থিত গ্যাস ফ্লো মিটারের রিডিং ও ইজিসিবি এর গ্যাস ফ্লো মিটারের রিডিংয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যার ফলে গ্যাস বিল অতিরিক্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া আরএমএস এ অবস্থিত Gas Chromatograph, Heater গুলোও সচল অবস্থায় নেই, দীর্ঘদিন যাবত অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

৬.২৯.২ তিতাস গ্যাস কে প্রতিটি আরএমএস এ অবস্থিত Gas Chromatograph এবং Heater গুলো সচল এবং ইজিসিবি এর উপস্থিতিতে উপযুক্ত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আরএমস এর গ্যাস ফ্লো মিটারের সঠিকতা যাচাই করে তথ্য উপাত্ত সহ ইজিসিবিকে বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং সে অনুযায়ী গ্যাস বিল সংশোধন করার অনুরোধ করা যেতে পারে।

৬.২৯.৩ তিতাস গ্যাস কর্তৃক সরবরাহকৃত ফুয়েল গ্যাসে Methane (CH4) কমে গিয়ে Ethane (C2H6) Propane (C3H8) এবং অন্যান্য উচ্চ কার্বন উপাদান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.২৯.৪ তিতাস গ্যাস যেন পূর্বের ন্যায় ৯৬% বা তার বেশি মিথেন সমৃদ্ধ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। অন্যথায় মেশিনের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি পাবে, ফুয়েল বিল পরিশোধ বিলম্বিত হবে এবং সর্বপরি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করা দুরুহ হয়ে পড়বে।

৬.৩০ **উত্তরা নিটিং এন্ড ডাইং লিঃ:**

গণশুনানি পূর্ববর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, যদি কোন কারখানার শিল্পরান অথবা ক্যাপটিভ রানে সম্মতিপত্র/চাহিদা পত্র পূর্বে অনুমতি নেয়া থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে পূর্বের মূল্য

নির্ধারণ করতে হবে। একই ভাবে শিল্প রানকে ক্যাপটিভ রানে রূপান্তর অথবা ক্যাপটিভ রান থেকে শিল্প রানে রূপান্তর এর বিষয়টির অনুমতি প্রদান করতে হবে।

৬.৩১ **Star Porcelain Limited**:

গণশুনানি পূর্ববর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য খরচ যেমন পরিবহন, কাঁচামাল প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচও বেড়ে যাবে। শিল্প খাতের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গ্যাসের মূল্য স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পরিবর্তে গ্যাসের ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো, অপচয় রোধ এবং বিকল্প শক্তির উৎস অনুসন্ধানের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৩২ **বেসিক কেমিক্যাল লিমিটেড**:

গণশুনানি পূর্ববর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যমান, প্রতিশ্রুত ও সম্ভাব্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা সঠিক হবে না। বরং, গ্যাস সেক্টরে অপ্রয়োজনীয় খরচ ও অপচয় হ্রাস এবং গ্যাসের চুরি/অবৈধ সংযোগ ইত্যাদি বিচ্ছিন্নপূর্বক জ্বালানি সাশ্রয় করে, গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় ও ভর্তুকী সহ বর্তমান মূল্য অব্যাহত রাখা সমীচীন হবে।

৬.৩৩ **ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিমিটেড**:

গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার স্বার্থে গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণ (মূল্য বৃদ্ধি) প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

৬.৩৪ **প্রতিক সিরামিকস লিমিটেড**:

গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস বাবদ প্রায় ৩০% খরচ হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হলে উক্ত খাতে প্রায় ৫১% খরচ হবে। এমতাবস্থায়, ব্যবসায়িক কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করতে হবে। মূল্য বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক ক্রেতাগণের চাহিদা কমে রপ্তানি হ্রাস পাবে।

৬.৩৫ **স্টার সিরামিকস লিমিটেড**:

গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গ্যাসের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে, ফলে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন পয়ে পড়বে। ফলে সিরামিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, চাহিদার হ্রাস এবং কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে, যা কর্মসংস্থান হ্রাস এবং অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক সিরামিকের দাম দেশে উৎপাদিত সিরামিক পণ্যের চেয়ে কম হলে, আমদানি বেড়ে যাবে।

৬.৩৬ **বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা):**

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) শুনানি পরবর্তী মতামতে উল্লেখ করে যে, নতুন গ্যাস সরবরাহ চুক্তি (জিএসএ) সম্পাদনের মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্রাহকের গ্যাস ট্যারিফ ৭৫.৭২ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬.৩৭ **কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET):**

গণশুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, গণশুনানিতে কারিগরি মূল্যায়ন টিম (TET) কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই'২৪-ডিসেম্বর'২৪ সময়কালে মোট গ্যাস উৎপাদন ও এলএনজি আমদানির পরিমাণ ১৪,৬৭২.৬২ মিলিয়ন ঘনমিটার, প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ১২,৬৮৬.৮৬ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং সিস্টেম লস ১৩.৫৩% মর্মে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত সকল তথ্যাদি পুনঃপরীক্ষা করে দেখা যায় যে, TET এর প্রতিবেদনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই'২৪-ডিসেম্বর'২৪ সময়কালে এলএনজি আমদানির পরিমাণের স্থলে জুলাই'২৪-জানুয়ারি'২৫ সময়কালে আমদানিকৃত এলএনজি'র পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সিস্টেম লস বেশী প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই'২৪-ডিসেম্বর'২৪ সময়কালে প্রকৃত সঞ্চালন ও বিতরণ লস ৯.৭৪%।

৭.০ **<u>কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:</u>**

৭.১ পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সীসমূহ শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকসমূহের জন্য মূল্যহার প্রস্তাব করেছে। অন্যদিকে গণশুনানির পূর্বে, গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-উত্তর বিভিন্ন মতামতে পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণকারী লাইসেন্সীসমূহের বিবেচ্য প্রস্তাব খারিজ করার বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। গ্যাস সরবরাহের ধারাবাহিকতায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে দৈনিক গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ছিলো প্রায় ১,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট। পরবর্তীতে সরকার এবং পেট্রোবাংলা দেশিয় গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে গুরুত্ব দেওয়ায় দেশিয় গ্যাসের সরবরাহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দৈনিক সর্বোচ্চ ২,৬৭০ মিলিয়ন ঘনফুটে পৌছায়। পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে দেশিয় গ্যাসের সরবরাহ হ্রাস পেতে শুরু করে। দেশিয় গ্যাসের সরবরাহ হ্রাস এবং গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাসের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্যাসের ঘাটতি পূরণের জন্য পেট্রোবাংলা এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ থেকে দেশের জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে দেশিয় গ্যাসের সরবরাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দৈনিক দেশিয় গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দৈনিক ২,০৪০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশিয় গ্যাসের সরবরাহের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে এলএনজি আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। তাছাড়া গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে আমদানির ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। এমতাবস্থায়, এলএনজি আমদানিজনিত কারণে পেট্রোবাংলা এর আর্থিক ঘাটতি হ্রাস এবং শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির বর্ণিত গ্রাহকসমূহের ওপর মূল্যহারের প্রভাব সহনীয় রাখার বিষয়টি

বিবেচনায় অত্র আদেশের অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ খারিজ না করে সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন।

৭.২ আমদানি নির্ভরতার কারণে ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত এসেছে। সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনায় স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী উৎস হতে এলএনজি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে এলএনজি আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে মর্মে প্রতীয়মান।

৭.৩ দেশিয় উৎস থেকে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস উত্তোলন এবং অনুসন্ধানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত এসেছে। এমতাবস্থায়, দেশিয় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিসমিক সার্ভে, অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন এবং বর্তমান কূপের ওয়ার্কওভারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান।

৭.৪ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-উত্তর মতামতে দেশের গ্যাস বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাস করে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে জোরালো মতামত এসেছে। এ বিষয় বিবেচনায় বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।

৭.৫ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ এ উল্লিখিত কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, লাইসেন্সীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শুনানিতে এবং শুনানি-উত্তর মতামতে বক্তব্য এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা নিরূপণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ, বিতরণ কোম্পানীসমূহের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৭.৬ গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ এবং জ্বালানি সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী আইন, ২০০৩ সংস্কারের বিষয়ে মতামত এসেছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান।

৭.৭ গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামতে বিইআরসি এর আওতায় অংশীজন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন দ্বারা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংস্কারের বিষয়ে মতামত এসেছে। বিদ্যুৎ ও

জ্বালানি খাত সংস্কারের সার্বিক বিষয়টি বিইআরসি এর আওতাধীন নয় মর্মে প্রতীয়মান। তবে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(ঝ) এর আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক সরকারকে পরামর্শ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.৮ গণশুনানিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার কাঠামোয় এলএনজি আমদানি পর্যায়ে মূসক এবং পুনরায় ভোক্তাপর্যায়ে মুসক আরোপের বিরোধিতা করা হয়েছে। সেসাথে গ্যাসের মূল্যহার কাঠামোয় অগ্রিম কর এবং উৎস করের কারণে মূল্যহার বাড়ছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি সার্বিক পর্যালোচনায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে এলএনজি আমদানি মূল্যের আংশিক রিকোভার বিবেচনায় শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে বিবেচনা করা যায়। এক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মূল্যহার সহনীয় রাখার স্বার্থে ভোক্তাপর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক ব্যতীত অন্যান্য মূসক ও করসমূহ ভোক্তার ওপর আরোপ না করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। এলএনজি আমদানি মূল্য সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ান্তে শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পর্যালোচনার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

৮.০ <u>রাজস্ব চাহিদা:</u>

৮.১ পেট্রোবাংলা এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের প্রস্তাব, কারিগরি মূল্যায়ন টিমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, শুনানিতে লাইসেন্সীগণ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য এবং উর্প্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে এলএনজি আমদানির পরিমাণ এবং উক্ত এলএনজি'র আমদানি মূল্য নিম্নের সারণিসমূহে উপস্থাপন করা হলো:

৮.২ পেট্রোবাংলা কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে এলএনজি আমদানির পরিমাণ নিম্নের সারণি ৭.১-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ৮.১- রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানির পরিমাণ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	কাতার গ্যাস থেকে ক্রয়	**১,৮৪২.৭৮**
২	OQ ট্রেডিং থেকে ক্রয়	**৬৯৭.৯০**
৩	স্পট মার্কেট থেকে ক্রয়	১,৩৪৪.৯৯
৪	**মোট রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানির পরিমাণ [১+২+৩]**	**৩,৮৮৫.৬৭**
৫	সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস (১.১২%* হারে)	৪৩.৫২
৬	**ভোক্তাপর্যায়ে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহের পরিমাণ [৪-৫]**	**৩,৮৪২.১৫**

*কমিশনের আদেশ অনুযায়ী গড় সঞ্চালন ও বিতরণ লস।

৮.৩ সারণি ৮.১ এ উল্লিখিত জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি'র আমদানি মূল্য নিম্নের সারণি ৮.২-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ৮.২- দীর্ঘমেয়াদী উৎস হতে আমদানিকৃত এলএনজি'র আমদানি মূল্য, জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	কাতার গ্যাস থেকে ক্রয়	৮৭,৬১৬.৩৮
২	OQ ট্রেডিং থেকে ক্রয়	৩১,৫৭৯.১০
৩	স্পট মার্কেট থেকে ক্রয়	৮২,৯১৫.১৮
৪	**এলএনজি'র মোট আমদানি মূল্য [১+২+৩]**	**২,০২,১১০.৬৬**
৫	মোট রি-গ্যাসিফিকেশন ব্যয়	১১,৩১৫.৪০
৬	**মোট এলএনজি আমদানি ব্যয় [৪+৫]**	**২,১৩,৪২৬.০৬**
৭	**মোট এলএনজি আমদানি ব্যয় (টাকা/ঘনমিটার)**	**৫৫.৫৫**
৮	এলএনজি সংক্রান্ত অন্যান্য আয়	২,১০৫.৫৩
৯	**নীট এলএনজি'র আমদানি ব্যয় [৭-৮]**	**২,১১,৩২০.৫৩**
১০	**নীট এলএনজি'র আমদানি ব্যয় (টাকা/ঘনমিটার)**	**৫৫.০০**

৮.৪ শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার সহনীয় রাখতে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি'র মোট এবং নিট আমদানি ব্যয় প্রতি ঘনমিটার যথাক্রমে ৫৫.৫৫ টাকা এবং ৫৫.০৬ টাকা এর আংশিক রিকোভার এবং বিদ্যমান অন্যান্য চার্জ (যথা: উৎপাদন চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিল, সঞ্চালন চার্জ এবং গড় বিতরণ চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক বিবেচনায় শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা যথাযথ মর্মে বিবেচিত হয়।

৯.০ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান_(অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ আদেশ:

সার্বিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে কমিশনের আদেশ হচ্ছে যে,

৯.১ ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা হলো এবং পুনর্নির্ধারিত মূল্যহার পরিশিষ্ট-'ক' এবং পুনর্নির্ধারিত মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'খ' থেকে 'ছ' এ সংযুক্ত করা হলো।

৯.২ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০২, ২০১৯/০৩, ২০১৯/০৪, ২০১৯/০৫, ২০১৯/০৬ এবং ২০১৯/০৭ অনুযায়ী শিল্প ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ শ্রেণিতে নতুন, প্রতিশ্রুত ও বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য হবে/বহাল থাকবে।

৯.৩ অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে।

৯.৪ এ আদেশ বিল মাস ১৩ এপ্রিল ২০২৫ থেকে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১০.০ নির্দেশনাবলী:

১০.১ ইতিপূর্বে তিতাস গ্যাস এর ক্ষেত্রে বিতরণ সিস্টেম লস ২% গ্রহণযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো কোনো গ্যাস বিতরণ কোম্পানির বিতরণ সিস্টেম লস অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, সকল বিতরণ কোম্পানির বিতরণ সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে। বিশেষ করে যে সকল বিতরণ কোম্পানির বিতরণ সিস্টেম লস ৫% বা তার বেশি সে সকল গ্যাস বিতরণ কোম্পানি তাদের বিতরণ সিস্টেম লস আগামী ১ (এক) বছরের মধ্যে ৫% এর নিচে নামিয়ে আনবে। প্রতি মাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করে আগামী ৩০ মে ২০২৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রতি মাসের অগ্রগতি মাস শেষে কমিশনকে জানাতে হবে।

১০.২ দেশিয় গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিসমিক সার্ভে, অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন এবং বর্তমান কূপে ওয়ার্কওভারের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে এবং পেট্রোবাংলা মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করবে।

১০.৩ দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় এলএনজি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৪ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(ঘ) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৯ অনুযায়ী লাইসেন্সির আওতাধীনে কোনো প্রকল্প বা বড় ধরণের স্কীম গ্রহণ করতে চাইলে উক্ত প্রকল্প/স্কীম এ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১০.৫ পেট্রোবাংলা এর আওতাধীন প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ নির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ লক্ষ্য নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয়ের হ্রাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করবে এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১০.৬ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ তাদের গ্রাহকগণের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা নিরূপণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

13/4/25

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)

সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া

সদস্য

13/4/2025

মোঃ মিজানুর রহমান

সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

সদস্য

জালাল আহমেদ

চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ক'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ের মূল্যহার, ২০২৫

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)
১	**ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):**	
	(ক) নতুন[১] গ্রাহক	৪২.০০
	(খ) প্রতিশ্রুত[২] গ্রাহক:	
	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	৩১.৫০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	৪২.০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:	
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	৩১.৫০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	৪২.০০
২	**শিল্প:**	
	(ক) বৃহৎ:	
	(i) নতুন[১] গ্রাহক	৪০.০০
	(ii) প্রতিশ্রুত[২] গ্রাহক:	
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	৩০.০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	৪০.০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:	
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	৩০.০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	৪০.০০
	(খ) মাঝারি:	
	(i) নতুন[১] গ্রাহক	৪০.০০
	(ii) প্রতিশ্রুত[২] গ্রাহক:	
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	৩০.০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	৪০.০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:	
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	৩০.০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	৪০.০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:	
	(i) নতুন[১] গ্রাহক	৪০.০০
	(ii) প্রতিশ্রুত[২] গ্রাহক:	
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	৩০.০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	৪০.০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:	
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	৩০.০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	৪০.০০

[১]গ্যাস সরবরাহের জন্য নতুন Gas Sales Agreement (GSA) সম্পাদিত হলে তা নতুন গ্রাহক হিসেবে গণ্য হবে।
[২]অত্র আদেশ জারীর তারিখ অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ডিমান্ড নোট অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অর্থ পরিশোধকারী গ্রাহক প্রতিশ্রুত গ্রাহক হিসেবে গণ্য হবে।

২। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০২, ২০১৯/০৩, ২০১৯/০৪, ২০১৯/০৫, ২০১৯/০৬ এবং ২০১৯/০৭ অনুযায়ী শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র) এর ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে (মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে) ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এ আদেশ ১৩ এপ্রিল ২০২৫ হতে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

13.4.25

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

13/04/2025

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'খ'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (তিতাস গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
১	**ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):**									
	(ক) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩৩.১০১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(খ) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৯৭০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২১০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.১০১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৯৭০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২১০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.১০১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
২	**শিল্প:**									
	(ক) বৃহৎ:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৬৩৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৩৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৩৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৩৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৩৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
২	**(খ) মাঝারি:**									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৬৩৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৩৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্দ্ধে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৩৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৩৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৩৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.১১৪৬	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.১৪১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২১০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্দ্ধে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.১১৪৬	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.১৪১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২১০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.১১৪৬	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২১০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।

[২]০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/০৯ এর অনুচ্ছেদ ৮.৬.৫ অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ২.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করতঃ যথাযথভাবে উৎপাদন চার্জ, এলনএজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিলে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'গ'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (বাখরাবাদ গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):									
	(ক) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩৩.০১১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(খ) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
১	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৮৮০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩০০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.০১১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৮৮০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩০০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.০১১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	শিল্প:									
	(ক) বৃহৎ:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৫৪৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
২	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৪৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৪৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৪৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৪৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
২	**(খ) মাঝারি:**									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩২.৪৬০৯	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	০.১০২২	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৪৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৪৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৪৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৪৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩০.৭৪৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.০৫১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩০০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৭৪৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.০৫১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩০০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৭৪৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩০০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।

[২]০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১০ এর অনুচ্ছেদ ৮.৬.৫ অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করতঃ যথাযথভাবে উৎপাদন চার্জ, এলনএজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিলে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ঘ'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (জালালাবাদ গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
১	**ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):**									
	(ক) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩৩.১৩১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(খ) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৪.০০০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.১৮০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.১৩১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৪.০০০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.১৮০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.১৩১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
২	**শিল্প:**									
	(ক) বৃহৎ:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৬৬৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৬৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৬৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৬৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৬৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
২	**(খ) মাঝারি:**									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৬৬৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৬৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৬৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯৬৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬৬৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩০.৮৬৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.১৭১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.১৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৮৬৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.১৭১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.১৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৮৬৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.১৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।

[২]০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১১ এর অনুচ্ছেদ ৮.৬.৫ অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করতঃ যথাযথভাবে উৎপাদন চার্জ, এলনএজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিলে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

১৩/৪/২০২৫

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ঙ'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বন্টন বিবরণী (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
১	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):									
	(ক) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩৩.০৫১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(খ) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৯২০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৬০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.০৫১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৯২০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৬০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.০৫১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
২	শিল্প:									
	(ক) বৃহৎ:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৫৮৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৮৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৮৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৮৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৮৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
	(খ) মাঝারি:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৫৮৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৮৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্দ্ধে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৮৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৮৮৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৫৮৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
২	**(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:**									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩০.৭৮৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.০৯১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৬০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্দ্ধে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৭৮৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.০৯১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৬০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৭৮৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৬০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।

[২]০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১২ এর অনুচ্ছেদ ৮.৬.৫ অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করতঃ যথাযথভাবে উৎপাদন চার্জ, এলনএজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিলে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'চ'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (কর্ণফুলী গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ১,২	এলএনজি চার্জ২	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল২	বিইআরসি গবেষণা তহবিল২	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল২	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
১	**ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):**									
	(ক) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩২.৯৪১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(খ) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৮১০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩২.৯৪১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৮১০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩২.৯৪১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
২	**শিল্প:**									
	(ক) বৃহৎ:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৪৭৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৭৭৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৪৭৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৭৭৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৪৭৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
২	**(খ) মাঝারি:**									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৪৭৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৭৭৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্দ্ধে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৪৭৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৭৭৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৪৭৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩০.৬৭৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২১.৯৮১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩৭০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্দ্ধে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৬৭৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২১.৯৮১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩৭০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৬৭৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.৩৭০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।

[২]০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৩ এর অনুচ্ছেদ ৮.৬.৫ অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করতঃ যথাযথভাবে উৎপাদন চার্জ, এলএনজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিলে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান ১৩/৪/২০২৫
সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ছ'

প্রাকৃতিক গ্যাসের শিল্প এবং ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণির নতুন, প্রতিশ্রুত এবং বিদ্যমান (অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী) গ্রাহকের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহারের বিভিন্ন চার্জের বণ্টন বিবরণী (সুন্দরবন গ্যাস)

(টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
১	**ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র):**									
	(ক) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩৩.০৭১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৮০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(খ) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(i) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৯৪০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৮০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.০৭১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৮০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
	(গ) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(i) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২৩.৯৪০৮	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৮০০	৪.১০৮৭	৩১.৫০০০
	(ii) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩৩.০৭১২	০.৫৭৭০	০.০৩০০	০.৫৮৩৫	১.০২০০	০.২৮০০	৫.৪৭৮৩	৪২.০০০০
২	**শিল্প:**									
	(ক) বৃহৎ:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৬০৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯০৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬০৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯০৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৮০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬০৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৮০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	উৎপাদন চার্জ[১,২]	এলএনজি চার্জ[২]	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল[২]	বিইআরসি গবেষণা তহবিল[২]	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল[২]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	মূল্য সংযোজন কর	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১= (৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০)
২	**(খ) মাঝারি:**									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩১.৬০৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৪০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯০৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৪০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬০৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৪০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.৯০৭৫	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৪০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩১.৬০৩১	০.৪৩৯০	০.০৩০০	০.৪৫০৫	১.০২০০	০.২৪০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(গ) ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য:									
	(i) নতুন গ্রাহক	১.০০০০	৩০.৮০৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৪০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(ii) প্রতিশ্রুত গ্রাহক:									
	(অ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.১১১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৪০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) প্রতিশ্রুত গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৫০% এর উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৮০৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৪০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০
	(iii) বিদ্যমান গ্রাহক:									
	(অ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোড পর্যন্ত ব্যবহার	১.০০০০	২২.১১১৫	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৪০০	৩.৯১৩০	৩০.০০০০
	(আ) বিদ্যমান অনুমোদিত লোডের উর্ধ্বে ব্যবহার	১.০০০০	৩০.৮০৭১	০.৭১৬৫	০.০৩০০	০.৯৬৯০	১.০২০০	০.২৪০০	৫.২১৭৪	৪০.০০০০

[১]বিজিএফসিএল, বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড চার্জ; পেট্রোবাংলা চার্জ (আরপিজিসিএল এর এলএনজি অপারেশনাল চার্জসহ) এবং আইওসি গ্যাসের নিট মূল্যসহ।

[২]০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২২/১৪ এর অনুচ্ছেদ ৮.৬.৫ অনুযায়ী বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.০০% বিতরণ সিস্টেম লস বিবেচনায় গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করতঃ যথাযথভাবে উৎপাদন চার্জ, এলনএজি চার্জ, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিইআরসি গবেষণা তহবিলে অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্রি: জেনারেল মোঃ শাহিদ সারওয়ার (অব:)
সদস্য

সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া
সদস্য

13/4/2025
মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সদস্য

১৩.৪.২৫
জালাল আহমেদ
চেয়ারম্যান